বয়সের ভিত্তিতে নিটের র‍্যাংকিং

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : শুক্রবার ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট'-এর রেজাল্ট। এই পরীক্ষায় প্রথমস্থান দখল করেছেন ওড়িশা নিবাসী সোয়েব আফতাব। দ্বিতীয় স্থান দিল্লিবাসী আকাঙ্ক্ষা সিংয়ের। সোয়েব ও আকাঙ্ক্ষার স্কোর কিন্তু এক। দুজনই এই পরীক্ষায় ৭২০-তে ৭২০ নম্বর পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় বিতর্কের মুখে পড়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। এজেন্সির দাবি, বয়স কম বলে আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। এনটিএ জানাচ্ছে, নিটের স্কোরের জন্য অনেকগুলি মাপকাঠি কাজ করে। এর মধ্যে বিষয়ভিত্তিক মার্কস, ভুল উত্তর ও বয়স বিচার্য। কোনও ক্ষেত্রে 'টাই' হলে এই জরুরি মাপকাঠিগুলি দিয়ে তা বিচার করা হয়। যদিও এনিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে আকাঙ্ক্ষার পরিবার। তাঁর বাবা এসপি সিং বলেন, 'কখনও কোনও পরীক্ষার মান নির্ধারণ বয়সের ভিত্তিতে করা অনুচিত। মেধাই শেষ কথা বলবে। এভাবে বয়সে ছোট-বড় হওয়ার জন্য কাউকে তাঁর প্রাপ্য র‍্যাংক না দেওয়া অন্যায়। এই ধরনের মান নির্ধারক অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন। বলে জানান তিনি। এখনও পর্যন্ত এনটিএ এই বিষয়ে কিছু জানায়নি।

দরজা খুলল শবরীমালার

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ অক্টোবর : প্রায় ৭ মাস পর খুলে গেল কেরলের শবরীমালা মন্দিরের দরজা। শনিবার থেকে মন্দির ৫ দিন খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে। করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় সতর্কতাবিধি মেনে পুজো দিতে পারবেন ভক্তরা। তবে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিদিন সর্বাধিক ২৫০ জন মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। মন্দিরে ঢুকতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। দর্শনার্থীদের বয়স হতে হবে ১০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। প্রত্যেক ভক্তের করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এজন্য নিলাকালের বেসক্যাম্পে একটি অস্থায়ী কোভিড টেস্ট শিবির চালু করেছে কেরল সরকার। সেখানে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে। যাঁরা মন্দিরে যাওয়ার অনুমতি পাবেন, তাঁদের আগে ওই ক্যাম্পে গিয়ে নমুনা পরীক্ষা করাতে হবে। যাত্রা শুরু করার অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে টেস্ট রিপোর্ট জমা করতে হবে। পরীক্ষার ফল নেতিবাচক এলে তবে সংশ্লিষ্ট ভক্ত শবরীমালা দর্শনের অনুমতি পাবেন। মন্দিরে পুজোর ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলা হয়, সেগুলি পালনের ক্ষেত্রেও পূজারি ও ভক্তদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এতদিন মন্দিরে ঢোকার আগে ভক্তরা পাম্বা নদীতে স্নান করতেন। এবার নদীতে স্নান নিষিদ্ধ হয়েছে। পরিবর্তে মন্দির চত্বরে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দীপিকার জব কার্ড

ভুপাল, ১৭ অক্টোবর : মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ রোজগার সুনিশ্চিত আইন বা মনরেগায় কাজ করছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন! চমকানোর মতো খবর নিঃসন্দেহে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের খারগোনে জেলার পিপাড়খেরা নাকা গ্রামে এমনই চমকপ্রদ খবর পাওয়া গিয়েছে। সেখানে সোনু শান্তিলাল, মনোজ দুবের মতো বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে দীপিকা পাড়ুকোন সহ একাধিক বলিউড তারকার ছবি দেওয়া ভুয়ো জব কার্ড দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। জেলা আধিকারিকদের সন্দেহ, এই ভুয়ো জব কার্ডচক্রের নেপথ্যে বড়সড়ো কোনও নেটওয়ার্ক কাজ করছে। অভিযোগ উঠেছে, লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয়েরও। অভিযোগের আঙুল উঠেছে পঞ্চায়েত সচিব এবং এমপ্লয়মেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বুধবার থেকে ট্রেন

শিলচর, ১৭ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে সপ্তাহে তিনদিন শিলচর-গুয়াহাটি রুটে স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ২১ অক্টোবর রাত ৮টা ৫ মিনিটে প্রথম শিলচর থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশে ট্রেনটি রওনা দেবে। ২২ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৫টায় গুয়াহাটি থেকে ফিরতি ট্রেনটি শিলচরে ফিরবে। এরপর থেকে প্রতি বুধ, শুক্র ও রবিবার শিলচর থেকে এবং প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার গুয়াহাটি থেকে ট্রেনটি চলাচল করবে। প্রথমে ২০ অক্টোবর থেকে ট্রেনটি চলার কথা থাকলেও রেকের সমস্যার জন্য একদিন পর থেকে পরিষেবা শুরু হচ্ছে। গত সপ্তাহ থেকে শিলচর-তিরুবনন্তপুরম সাপ্তাহিক ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

১০ টাকায় শাড়ি

রাঁচি, ১৭ অক্টোবর : দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে বছরে দু'বার মাত্র ১০ টাকায় ধুতি কিংবা লুঙ্গি এবং শাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল ঝাড়খণ্ড সরকার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সভাপতিত্বে রাজ্য মন্ত্রীসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক শাড়ির দাম ধার্য হয়েছে ১০ টাকা। ধুতি কিংবা লুঙ্গিও পাওয়া যাবে ১০ টাকায়। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় থাকা প্রতিটি পরিবারকে ৬ মাস অন্তর শাড়ি ও লুঙ্গি বা ধুতি দেওয়া হবে।

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে অমৃতসরে রেল রোকো কর্মসূচি। বিক্ষোভের মাঝে চলছে রান্না। – পিটিআই

অগ্রাধিকারের তালিকায় ৩০ কোটি ভারতীয়

দ্রুত টিকা বণ্টনে আগাম প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : সংসদ নির্বাচনের সমান গুরুত্ব দিয়ে করোনার প্রতিষেধক বণ্টন করতে হবে বলে শনিবার প্রশাসনের সর্বস্তরকে সজাগ করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে যে দক্ষতায় দেশের জাতীয় স্তরের নির্বাচন পরিচালনা করা হয়, যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় স্তর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সমস্ত সরকারি, বেসরকারি এবং নাগরিক সংস্থাকে যুক্ত করা হয়, কোভিড টিকা বণ্টনের ক্ষেত্রেও সেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে হবে সমাজের সর্বস্তরে সমন্বয় গড়ে তুলতে। স্বাস্থ্যমন্ত্রক সহ কেন্দ্রের শীর্ষ স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি বলেন, আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। করোনা ঠেকাতে যেভাবে কাজ চলছে, সেভাবেই চালিয়ে যেতে হবে। টিকা এলে দায়িত্ব আরও বাড়বে। শনিবারের এই পর্যালোচনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা টিকা এখনও হাতে পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু সেই কারণে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। টিকা হাতে আসা মাত্র যাতে তা বিতরণ শুরু করা যায়, তার জন্য এখন থেকে আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় তৈরি শুরু করে দিতে হবে। টিকা উৎপাদনের পাশাপাশি তার রক্ষণাবেক্ষণ, দ্রুত পরিবহণ, সরবরাহের প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনমতো পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা তৈরি থাকলে আর কোনও সমস্যা হবে না। এই প্রস্তুতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের সঙ্গে নাগরিক সংস্থাগুলিকে জড়িয়ে নিতে হবে এবং দেশের ভূবৈচিত্র্য ও বিশালত্ব মনে রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিকা বিতরণের পথ ও পদ্ধতি তৈরি করতে হবে বলে কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের পরামর্শ দেন মোদি।

শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনের পাশাপাশি শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ওই বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, টিকার ডোজ সংরক্ষণে হিমঘরের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সেসব সযত্নে দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া, সিরিঞ্জ ও অন্যান্য সরঞ্জাম মজুত ও সরবরাহ, ক্লিনিক, চিকিৎসক ও নার্সদের তৈরি রাখা, অনলাইনে গোটা ব্যবস্থার তদারকি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে গোটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে করোনা টিকা সংক্রান্ত ন্যাশনাল এক্সপার্ট গ্রুপ (এনইজিভিএসি)। প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, 'গত তিন সপ্তাহে করোনা সংক্রমণ নিরবচ্ছিন্নভাবে কমেছে। সুস্থতার হার প্রতিদিন বাড়ছে। এটা আশার কথা। তবে টিকা না পাওয়া পর্যন্ত

> "করোনা টিকা এখনও হাতে পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু সেই কারণে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। টিকা হাতে আসা মাত্র যাতে তা বিতরণ শুরু করা যায়, তার জন্য এখন থেকে আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় তৈরি শুরু করে দিতে হবে।
>
> –নরেন্দ্র মোদি, *প্রধানমন্ত্রী*

করোনাকে আমরা পুরোপুরি জব্দ করতে পারব না। টিকা পাওয়ার পর নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মতো দ্রুততায় তা পৌঁছে দিতে হবে মানুষের কাছে।' তিনি জানান, ভারতে করোনার তিনটি ওষুধের পরীক্ষা অনেকটা এগিয়েছে। দুটির দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং একটির তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা চলছে। এসব ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে পড়শি দেশ আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, মরিশাস, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কায়। মায়ানমার, কাতারেও পরীক্ষা করা হবে। শুধু পড়শি নয়, ভারতে টিকা তৈরি হলে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও ভারতের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, 'বিপদসীমার' মধ্যে থাকা প্রায় ৩০ কোটি মানুষকে কোভিড টিকা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে করোনা প্রতিষেধকের প্রায় ৬০ কোটি ডোজ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রের খবর, অগ্রাধিকারপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছেন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, পুরসভা-পঞ্চায়েত এবং জরুরি সরকারি পরিষেবায় যুক্ত কর্মীরা। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় তিরিশ কোটি। এ ছাড়া ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সি প্রায় ২৬ কোটি এবং কোমরবিডিটি যুক্ত বিভিন্ন বয়সের কয়েক কোটি ব্যক্তি রয়েছেন অগ্রাধিকারের তালিকায়। ভারতে করোনা টিকা প্রস্তুত করতে অন্তত সাতটি পৃথক গবেষণা চলছে। ভারত বায়োটেক, সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, জাইডাস ক্যাডিলা, প্যানাসিয়া বায়োটেক, ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস, মাইনভ্যাক্স অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল-ই'র মতো সংস্থা টিকা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ' (আইসিএমআর)-এর সহায়তায় ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাকসিনের মানবদেহে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে দিল্লির এইমস-এ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইডিশ সংস্থা অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি প্রতিষেধক কোভিশিল্ডের 'হিউম্যান ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল' চলছে ভারতের পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে। সূত্রের খবর, বর্তমানে পরীক্ষা তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত ফল মেলার আশা করা হচ্ছে। সিরামের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সুরেশ যাদব জানিয়েছেন, ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে টিকা পাওয়া যাবে। আমেরিকার ফাইজার কোম্পানির আশা, আগামী নভেম্বরেই তারা করোনা টিকা বাজারে এনে ফেলতে পারবে। রাশিয়ার তৈরি করোনা টিকার পরীক্ষা এবার ভারতে শুরু হতে চলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, রুশ টিকা নিয়ে প্রথম দিকে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় আগে অনুমতি দেওয়া হয়নি। অবশেষে ডক্টর রেড্ডিকে এই টিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা চালানোর অনুমোদন দিল কেন্দ্র। অন্য একটি সংস্থাও সম্প্রতি মানবদেহে করোনা প্রতিষেধক পরীক্ষার ছাড়পত্র পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

চাপ সামলাতে নয়া কৌশল চিনের

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : মুখোমুখি লড়াইয়ে এঁটে ওঠা অসম্ভব বুঝে এবার লাদাখ ইস্যুতে কৌশল বদলেছে চিন। দু'দেশের সেনাবাহিনীর কোরকমান্ডার পর্যায়ে ৭ম রাউন্ডের আলোচনা শেষ হওয়ার পর এমনটাই মত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক আলোচনায় চিন পূর্ব লাদাখে অচলাবস্থা কাটাতে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের দাবি, প্যাংগংয়ের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভারতকে আগে সেনা সরাতে হবে। ভারতীয় সেনার ট্যাংক রেজিমেন্ট ও গোলন্দাজ বাহিনীকেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) থেকে সরে যেতে হবে। তার পর এলএসিতে স্থিতাবস্থা ফেরানো নিয়ে কথা বলবে চিন। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, প্যাংগংয়ের দক্ষিণে প্রায় সবকটি পাহাড়ে ভারতীয় সেনা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। লাদাখে শীতকালেও বিপুল বাহিনী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। ভারতীয় বাহিনীর শতাধিক ট্যাংক সেখানে আনা হয়েছে। এলএসির বিভিন্ন জায়গায় গোলন্দাজবাহিনীকে মোতায়েন করেছে ভারত। ঘটনাক্রম যেভাবে এগোচ্ছে তাতে চিনের উদ্বেগ বাড়ছে। ভারতীয় জওয়ানদের তীব্র শীতে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেদিক থেকে অনেক পিছিয়ে চিন। বিশেষ করে চুশুল সাবসেক্টরে ভারতীয় সেনার অবস্থান এতটাই মজবুত যে, সংঘর্ষ বাঁধলে শুরুতেই সেখানে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে গণমুক্তি ফৌজ। চুশুলের অধিকাংশ জায়গায় ভারতীয় সেনা উঁচু পাহাড়গুলিতে অবস্থান করছে। ভারত সীমান্ত ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠায় তারা নতুন কৌশল নিয়েছে। সেই কারণে প্যাংগং থেকে ভারতের সেনা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে চিনা সেনা। কারণ, ভারতীয় জওয়ানরা একবার নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সরে এলে অনেকটাই চাপমুক্ত হবে গণমুক্তি ফৌজ। ভারত সীমান্তে চিনের পরিকাঠামো অত্যন্ত উন্নত। এলএসির প্রায় সর্বত্র রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে চিন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তারা খুব কম সময়ে সীমান্তে সেনা মোতায়েন করতে পারবে।

এই কৌশল অনুধাবন করে ভারতীয় সেনার তরফে প্যাংগংয়ের উত্তর প্রান্ত থেকে আগে চিনা সেনা প্রত্যাহারের দাবি করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এলএসি নিয়ে ভারত ও চিনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। জট কাটাতে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। তাই চিনের প্রস্তাবে সায় না দিয়ে ভারতীয় সেনা নিজেদের অবস্থানগুলিকে মজবুত করছে। সেনা প্রত্যাহারের পরিবর্তে আপাতত লাদাখে শীতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ভারত।

সুস্থতার হার ৮৮ ছুঁইছুঁই

দেশে অ্যাক্টিভ পজিটিভ কমে ৮ লাখের নীচে

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : ভারতে অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা শনিবার একলাফে অনেকটা নেমে গিয়েছে। দেড় মাস পর এই প্রথম নেমে এল ৮ লক্ষের নীচে। গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক সংক্রমণ কমছিল, বাড়ছিল সুস্থতার হার। গত দু'সপ্তাহ ধরে দৈনিক মৃত্যুও ১ হাজারের কম থাকায় স্বস্তি বাড়ে। অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা কমলেও কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণ বৃদ্ধি অবশ্য চিন্তা বাড়াচ্ছে বিশেষজ্ঞদের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬২,২১২ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। দেশে এখন মোট সংক্রামিতের সংখ্যা ৭৪,৩২,৬৮০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওই হিসাবে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনামুক্ত হয়েছেন ৭০,৮১৬ জন। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের তুলনায় দৈনিক করোনামুক্তের সংখ্যা বর্তমানে অনেকটা বেশি। ফলে কমেছে অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা। শনিবারের পরিসংখ্যানে দেশে মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা ৭,৯৫,০৮৭ যা মোট সংক্রামিতের মাত্র ১০.৭০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মতে, এই সাফল্য এসেছে সরকারের করোনা মোকাবিলা সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচির সুবাদে। দেশজুড়ে কড়া লকডাউন, দূরত্altবিধি মেনে চলার ব্যাপারে জোর দেওয়ার পাশাপাশি নমুনা পরীক্ষা, শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের জন্যই ভারত দ্রুত করোনামুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। আর কয়েক মাসের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রক আশাবাদী। ভারতে

করোনা তথ্য

২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত	৬২,২১২
মোট সংক্রামিত	৭৪,৩২,৬৮০
মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভ	৭,৯৫,০৮৭
সুস্থতার হার	৮৭.৭৮
২৪ ঘণ্টায় সুস্থ	৭০,৮১৬
মোট সুস্থ	৬৫,২৪,৫৯৫
২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু	৮৩৭
মোট মৃত্যু	১,১২,৯৯৮

করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা এখন মোট ৭৪,৩২,৬৮০। সংক্রমণমুক্ত ৬৫,২৪,৫৯৫ জন। সুস্থতার হার ৮৭.৭৮ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ৮৩৭ জনের। দেশে মোট মৃত এখনও পর্যন্ত ১,১২,৯৯৮ জন। মৃত্যুহার ১.৫২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে ৯,৯৯,০৯০ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। ভারতে সংক্রমণের প্রথম থেকেই সংক্রামিত ও মৃতের বিচারে শীর্ষে মহারাষ্ট্র। তালিকায় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশ। দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা কমলেও কয়েকটি রাজ্যে বাড়ছে। এব্যাপারে সবথেকে ওপরে পশ্চিমবঙ্গ। তার পর কেরল ও দিল্লি। শনিবারের পরিসংখ্যানে দেশে সংক্রমণের হার ৬.২৩ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে ৮৩৭ জন মারা গিয়েছেন। এই নিয়ে মোট ১,১২,৯৯৮ জনের প্রাণ গেল করোনায়। এর মধ্যে ৪১,৫০২ জন মারা গিয়েছেন মহারাষ্ট্রে। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে মোট মৃত্যু ১০ হাজারের বেশি। উত্তরপ্রদেশে সাড়ে ৬ হাজার ও অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু সংখ্যা ৬ হাজার ছাড়িয়েছে। দিল্লিতে তা ৬ হাজার ছুঁইছুঁই। পঞ্জাবে প্রায় ৪ হাজার ও গুজরাটে সাড়ে ৩ হাজার ছাড়িয়েছে। মধ্যপ্রদেশেও মৃত্যু আড়াই হাজার ছাড়িয়েছে। হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, কেরল ও ওড়িশায় মোট মৃত্যু ১ হাজারের বেশি।

ব্যঙ্গচিত্র দেখানোয় শিক্ষক খুন

প্যারিস, ১৭ অক্টোবর : মতপ্রকাশের অধিকার বিষয়ে ক্লাস নেওয়ার সময় ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়েছিলেন প্যারিসের কনফ্ল্যানস সেইন্ট-অনারাইন স্কুলে ইতিহাসের এক শিক্ষক। সেই 'অপরাধে' ধড় থেকে মাথা আলাদা করে খুন করা হল ওই শিক্ষককে। শুক্রবার রাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রকাশ্য রাজপথে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ওই ঘটনায় এক স্কুল পড়ুয়ার বাবা সহ মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাটিকে 'ইসলামিক জঙ্গি হামলা' আখ্যা দিয়ে নিন্দা করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ। ১৮ বছর বয়সি ঘাতকের দেহ তল্লাশি করে পাওয়া পরিচয়পত্র দেখে পুলিশের অনুমান, ২০০২ সালে মস্কোয় জন্ম তার। চেচেন জঙ্গিদের সঙ্গে তার যোগ থাকতে পারে। স্কুলের অভিভাবকদের একাংশের মতে, মৃত শিক্ষক পড়ুয়াদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য একটি ভিডিওয় দেখা যায়, এক ব্যক্তি নিজেকে ওই স্কুলের এক পড়ুয়ার বাবা হিসাবে দাবি করে বলছেন, ওই শিক্ষক একটা কার্টুন দেখিয়ে ছাত্রদের বলছেন, দেখ এই হলেন মহম্মদ, ইসলামের প্রবর্তক। এর মাধ্যমে তিনি কী শিক্ষা দিচ্ছেন ছাত্রদের? ২০১৫ সালে শার্লি এবদো পত্রিকার দপ্তরে হামলার সঙ্গে এদিনের হামলার কোনও যোগসূত্র আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

করোনায় মৃত্যু ১১ লক্ষ পার

লন্ডন, ১৭ অক্টোবর : বিশ্বে করোনা সংক্রমণের কারণে মৃতের সংখ্যা ১১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। ওয়ার্ল্ডোমিটারের শনিবার সন্ধ্যার তথ্য অনুযায়ী, ১১,১০,২০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। শুধু আমেরিকাতেই মৃত্যু হয়েছে ২,২৩,৬৪৪ জনের। ব্রাজিলে প্রাণহানির সংখ্যা ১,৫৩,২২৯। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশে ১,১২,৯৯৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ওয়ার্ল্ডোমিটারে এদিন সন্ধ্যায় সংখ্যাটা ১,১৩,০৩১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মেক্সিকো ও ব্রিটেনে মৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে ৮৫,৭০৪ এবং ৪৩,৪২৯ জনের। এপর্যন্ত ২১৭টি দেশ ও অঞ্চলে ৩,৯৬,৪৯,৮১৮ জনের করোনা সংক্রামিত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২,৯৬,৮৯,৫৯৭ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৭১ হাজার ৫৯৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ওহিয়োতে আইসক্রিমের দোকানে ইভাঙ্কা ট্রাম্প। – পিটিআই

অতীতের চোরাশিকারিদের হাতে এখন সুরক্ষিত মানস জাতীয় উদ্যান

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর : ওই দেখুন, গন্ডার।

জিপ সাফারিতে বেরিয়ে অনেকক্ষণ কিছু দেখতে না পেয়ে মনে মনে দমে গিয়েছিলাম। গাইডের আঙুলের ইঙ্গিতে দূরে তাকাতেই চোখে পড়ল একটি একশৃঙ্গ গন্ডার। একমনে ঘাস চিবিয়ে যাচ্ছে। মাথায় বসে আছে একটি অক্সপেকার। মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করছে বটে মাঝেমধ্যে। তা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হল না গন্ডারমশাইয়ের। আমাদের দিকে ফিরেও চাইল না। দূরে উদাসী গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল বা ধনেশ। গোরুচরা নদীর ধারে জঙ্গলে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বার্কিং ডিয়ার।

উত্তর-পশ্চিম অসমে মানস জাতীয় উদ্যানে গিয়েছিলাম এই বছরের জানুয়ারিতে। গুয়াহাটি থেকে প্রায় ১৭৬ কিলোমিটার দূরে বরপেটা জেলার উত্তরাঞ্চলে, ভুটান পর্বতের পায়ের নীচে এই জাতীয় উদ্যানটি বেশ কয়েক বছর আগে (১৯৮৫) ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে। ১৯৭৩ সালে মানস ব্যাঘ্র প্রকল্প তৈরি হয়। তখন এর আয়তন ছিল ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯০ সালে কাহিতমা, কোকিলাবাড়ি ও পানবাড়ি সংরক্ষিত অরণ্য মানসের সঙ্গে যুক্ত করে মানস জাতীয় উদ্যানের জন্ম হয়। মানসের মতো একইসঙ্গে 'ইউনেসকো হেরিটেজ সাইট', 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ', 'টাইগার রিজার্ভ' এবং 'এলিফ্যান্ট রিজার্ভ'-এর শিরোপা বিশ্বের আর কোনও অরণ্যের নেই। ইউনেসকোর মতে, 'ভারতের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে মানস।'

আলোকের ঝরনাধারা

উত্তরে মানস নদী, ওপারে ভুটান, দক্ষিণে বাঁশবাড়ি, পালসিগুড়ি এবং কাটাঝাড়গাঁও, পশ্চিমে সংকোশ নদী থেকে পূর্বে ধানসিড়ি নদী পর্যন্ত মানস জাতীয় উদ্যান বিস্তৃত। পাহাড়, বিস্তীর্ণ উর্বর ঘাসজমি, জঙ্গল আর নদী নিয়ে অপরূপ শোভা এই উদ্যানের। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে প্রায়ই দেখা মেলে বাঘ, হাতি, গন্ডার, পিগমি হগ, কালো চিতাবাঘ, মেঘলা চিতাবাঘ, গোল্ডেন ও লেপার্ড ক্যাট, সিভেট, বেঙ্গল ফ্লোরিকান, হরেক হরিণ, কালার্ড ফ্যালকনের মতো প্রথম তফশিলিভুক্ত ২১ রকম বিপন্ন পশুপাখির। এছাড়া বিরল প্রজাতির বহু গাছপালাও রয়েছে মানসে, যা প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয়।

প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক ঘোরাঘুরির পর হলুদ ঘাসের বনে একটি গন্ডারকে

মানস জাতীয় উদ্যানের সুরক্ষার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বুদ্ধেশ্বর বোড়ো (মাঝে)। – সংবাদচিত্র

দেখে সকলেই খুশি। মধ্যাহ্নভোজ সারতে সারতে গল্প হচ্ছিল। দু'দশক আগেও মানস জাতীয় উদ্যানের এই অবস্থা ছিল না। একসময় এই জঙ্গলকে বিরল প্রজাতির পশুপাখির নয়, জঙ্গি ও চোরাশিকারিদের অভয়ারণ্য বলা হত। একে তো নদী পেরোলেই ভুটান। তার ওপর, পাশেই বোড়োল্যান্ড আন্দোলনের উত্তাপ। আটের দশকে জনজাতি আন্দোলনের সময় উত্তর-পশ্চিম অসমের মানস বনাঞ্চল চোরাশিকারিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল। অবাধে চলত গাছকাটা আর পশুহত্যা। দামি কাঠ থেকে শুরু করে হাতির দাঁত, গন্ডারের শিং, বাঘ-হরিণের চামড়া, পাখির মাংস, সবই ওপারের ভুটানে চড়া দামে বিক্রি হত। আন্দোলনেরও তো খরচ আছে। ফলে বিক্রয়করহীন চোরাশিকারের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছিল নজরদারিহীন মানসকে কেন্দ্র করে। দ্রুত বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয় মানস উদ্যানের।

১৯৮০ সালে শতাধিক গন্ডার থাকলেও ২০০৩-এ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানস জাতীয় উদ্যান থেকে। এই সময় চোরাশিকারিদের হামলায় মৃত্যু হয় অন্তত ৬ জন বনকর্মীর। বন দপ্তরের কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। এ থেকে স্পষ্ট, সেই সময় চোরাশিকারিদের কতটা দাপট ছিল এলাকায়। ১৯৮৫ সালে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পরই যেন অধঃপতন শুরু হয় মানস জাতীয় উদ্যানের। ১৯৯২ সালে মানসকে 'বিপন্ন' ঘোষণা করা হয়। ২০০৩ থেকে বোড়ো জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ, বোড়োল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর দিনবদল শুরু মানসের। পথ চলা শুরু হল বোড়ো স্বশাসনের। হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বে জঙ্গিরা সরকারের শরিক হওয়ার পর তাঁরাই অরণ্যরক্ষার ভার হাতে তুলে নেন। চোরাশিকারির দল আত্মসমর্পণ করে। অরণ্য রক্ষায়, পর্যটন সম্প্রসারণে ও চোরাশিকার রোধে তারাই জোটবদ্ধ হয়। বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর সদস্যরা দায়িত্ব নেন স্থানীয় গ্রামবাসী ও চোরাশিকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্তদের বুঝিয়ে অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে আনার। সেই সঙ্গে মানসের হারানো প্রাণীদের ফিরিয়ে আনতে মাঠে নামে আইএফএডব্লিউ, ডব্লিউটিআই। কাজিরাঙ্গা, পবিতরা থেকে গন্ডার, বাঘ মানসে ফেরে। দফায় দফায় হাতি আনা হয় কাজিরাঙ্গা থেকে।

আটের দশকের কুখ্যাত চোরাশিকারি বুদ্ধেশ্বর বোড়োকে সেই সময় একটি হাত খোয়াতে হয়েছিল বাঘের পাল্লায় পড়ে। তিনি বলছিলেন, 'সেসময় ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া কিছু বুঝতাম না। বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রথম বলেছিলেন, জঙ্গল না থাকলে আমরা থাকব না। আমাদের মতো বনবাসী, বনজীবী মানুষ কীভাবে জঙ্গল বাঁচিয়ে আরও ভালোভাবে বাঁচতে পারে, সেটা ওঁরাই আমাদের শিখিয়েছিলেন। আমরা বনভূমি ও বন্যপ্রাণকে এখন ভালোবাসতে শিখেছি। আমরা বনবাবুদের কাছে কৃতজ্ঞ।' মানস মাওজিজেন্দ্রি ইকোটুরিজম সোসাইটি (এমএমইএস)-র প্রধান কালেন বসুমাতারি বললেন, 'গত দেড় দশক চোরাশিকার থেকে বনরক্ষা, নানা বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে জঙ্গলের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছি। চোরাশিকারিদের অপরাধের পথ থেকে সরিয়ে বনরক্ষী বাহিনীতে যুক্ত করতে পারলে ট্রফি জেতার আনন্দ হয়। যারা ছিল বনাঞ্চলের শত্রু, আজ তারাই বনাঞ্চল বাঁচানোর যুদ্ধে প্রধান শক্তি। এঁরাই 'বিপন্ন' তকমা মুছে ফেলেছে মানসের।'